"শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

"একটি বিশেষ ঘোষণা"

বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য কোন চাঁদা প্রদান না করার জন্য আবেদন

সম্মানিত এলাকাবাসী, আসসালামু আলাইকুম।

পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ প্রত্যাশী সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" কার্যক্রম সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে (ডিপোজিট ওয়ার্ক ব্যতিত) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ জন্য সরকার প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং ডিসেম্বর'২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ কোটি ১২ লক্ষ গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করেছে। প্রতিমাসে ৩ থেকে ৫ লক্ষ নতুন গ্রাহক/পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হচ্ছে। বিগত ৩০ মাসে ৯৩ লক্ষ গ্রাহককে সংযোগ দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর'২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৫৭টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যে দেশের সকল উপজেলার সকল মানুষকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চলছে।

কিন্তু কিছু অসৎ, দালাল শ্রেণীর মানুষ গ্রামের সাধারণ জনগণের নিকট হতে বিদ্যুৎ সংযোগ পাইয়ে দেবার নামে প্রতারণার আশ্রয়ে বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ সকল অসৎ লোকের প্রতারনামূলক কাজের ফলে সরকারসহ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং গ্রামের নিরীহ জনসাধারণ হয়রানী/প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের জন্য সমিতির উপদেষ্টা, লাইন নির্মাণ ঠিকাদার, পবিস/বাপবিবো'র কর্মকর্তা/কর্মচারী, সমিতির এলাকা পরিচালক বা কোন ইলেকট্রিশিয়ান/ব্যক্তি/গোষ্ঠী-কে কোন প্রকার অর্থ/চাঁদা/ঘুষ প্রদান না করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার নামে কেউ কোন প্রকার অর্থ/চাঁদা/ঘুষ দাবি করলে তাদেরকে নিকটস্থ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট সোপর্দ করার জন্যও অনুরোধ জানানো হলো।

কেবলমাত্র সংযোগের জন্য নির্ধারিত ফি এবং জামানতের অর্থ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অফিসে জমা দিন এবং রশিদ গ্রহণ করুন।

বিদ্যুৎ সংযোগের নামে এরূপ সকল অবৈধ অর্থ লেনদেন বন্ধ করার জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের পক্ষ হতে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে-
মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড